GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Pc.

Book No. 913. 7.

N. L. 38.

MGIPC—S1—12 LNL/58—23-5-58—50,000.

সতীদাহ

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

নদীয়া-কাহিনী,—প্রাচীন ও আধুনিক নদীয়ার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত, বাষট্টিখানি হাপটোন চিত্র, মূল্য কাপড়ে ২॥০ ও কাগজে বাঁধা ২৲ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ,— কলিপাবন, পতিত-তারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূত লীলা কথা, বহু চিত্র খচিত, মূল্য ॥০ আনা

শ্রীচৈতন্য,— সহজ সরল কথায় সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য চরিতাখ্যান, প্রাণ ভোলান, মন-মাতান বহু রঙ্গিন ছবি, মূল্য ।৵০ আনা।

চাঁদমুখ,— ছেলেদের ছবি, গল্প ও হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার, চক্‌চকে কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা, মূল্য ।০ আনা।

বর্দ্ধমান-কাহিনী,— প্রাচীন ও আধুনিক বর্দ্ধমান জেলার বিশদ ও বিস্তৃত সচিত্র ঐতিহাসিক চিত্র, সুবৃহৎ পুস্তক, যন্ত্রস্থ, শীঘ্র বাহির হইবে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্লক মেকার ও কলার প্রিন্টার, কে, ভি, সাইনী, ব্রাদার্সের উপর ইহার ছবি ও মুদ্রাঙ্কণের ভার অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার ছবি ও ছাপা যে অতি সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

182. Pc. 913. 7.

সতীদাহ

বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নানাদেশীয় সাহিত্য,
ইতিহাস, হস্ত লিখিত পুঁথী এবং প্রচলিত
কিম্বদন্তীমূলক সহমরণ সম্বন্ধীয় বিবিধ
জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক
নিবন্ধ

NATIONAL LIBRARY
No.
DATE
CALCUTTA

নদীয়া-কাহিনী, শ্রীগৌরাঙ্গ, চাঁদমুখ, শ্রীচৈতন্য,
প্রভৃতি লেখক

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত

সন ১৩২০ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক
রানাঘাট—নদীয়া

শিশু প্রেস
কলিকাতা, ৬৫।১নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা
মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার পুণ্য আদর্শে জগতে
সতীধর্ম্মের সৃষ্টি, জগতের
সতীসাধ্বীদের পুণ্যগাথা
এই সতীদাহ সেই আদর্শে—
সতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী—
দক্ষদুহিতা সতীর পাদপদ্মে—
উৎসৃষ্ট হইল—

গ্রন্থকারের সমস্ত পুস্তকই সুন্দর কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত এবং সুন্দর সুন্দর চিত্র ভূষিত ; ছাপা, বাঁধা, ছবি, কাগজ সকল বিষয়েই কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাইবেন।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

সূচীপত্র

পুরাবৃত্ত	...	১
বেদ	...	৩
পুরাণ	...	৭
স্মৃতি	...	১৭
সাহিত্য	...	২০
ইতিহাস	...	২৩
দেশান্তরে সতীপ্রথা	...	৫৫
ইউরোপ	...	৫৫
জাপান	...	৫৬
সিথিয়া	...	৫৬
আর্চিপেলেগো	...	৫৮
চীন দেশ	...	৬১
জাতিভেদে প্রকার ভেদ	...	৬৫
সাধারণ প্রথা	...	৬৫
সতী কেন হয়	...	৬৭
সতীর মনোভাব	...	৬৮
সতী পরীক্ষা	...	৭০
সতীদাহ ক্ষেত্র	...	৭৫
বাদ্যধ্বনি	...	৭৬

রাজ-পুতনা … ৭৬
মহারাষ্ট্র প্রদেশ … ৭৭
গুজরাট … ৭৮
করমণ্ডল উপকূল … ৭৮
সমাহিত সতী … ৭৯
উড়িষ্যা … ৮০
বদ্ধমূল বিশ্বাস … ৮১
চিতাভ্রষ্ট … ৮৩
সামাজিক বিধান … ৮৬
জবচার্ণকের সতী বিবাহ … ৮৮
সতী-স্মৃতি … ৯৪
সতীর খরচ … ৯৯
সহমরণ পদ্ধতি … ১০১
বিধি … ১০১
চিতাভ্রষ্টার প্রায়শ্চিত্ত … ১০৪
'পুড়ে মলাম গতি পেলাম না' … ১০৪
বিধান
দুইটী ঐতিহাসিক সতীদাহ … ১০৮
রাঠোর রাজ অজিত সিংহের বিবরণ … ১০৯
রণজিৎ সিংহের পত্নীগণের সহমরণ … ১১৩
পরিশিষ্ট … ১১৯
সতীদাহ নিবারক আইন … ১১৯
মহামতি বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তির খোদিত লিপি ১২২
বিবিধ … ১২২

চিত্রাবলী

সতী	...	৵০
হিন্দুবিবাহ	...	১
সতীদাহ	...	৮
সহমরণ	...	১৬
আরল মিণ্টো	...	২৪
রাজা রামমোহন রায়	...	২৪
মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি	...	২৪
মার্কুইস হেষ্টিংস	...	৩২
লর্ড উইলিম বেণ্টিঙ্ক	...	৩২
অনুগমন	...	৪০
সহমরণ	...	৪৮
সতী-সমাধি	...	৫৬
সতী-দাহ	...	৬৪
চার্ণক মসোলিয়ম	...	৭২
সতী-মন্দির	...	৮০
সতী-মন্দির	...	৮০
সতী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশ	...	৮৮
রণজিৎ সিংহের সমাধি	...	৯৬
সতী-মন্দির	...	৯৬
সতী-স্তম্ভ	...	১০৪
সতী-প্রস্তর	...	১০৪

গ্রন্থকারের

পুস্তকাবলী পাইবার ঠিকানা

১। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। সিটিবুক সোসাইটি ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। আশুতোষ লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী ঢাকা।

৫। আশুতোষ লাইব্রেরী, অন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

৬। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক "নদীয়া-কাহিনী" প্রচার কার্য্যালয় রাণাঘাট ও বঙ্গের সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত

নিবেদন

সতীদাহ প্রথার দোষ গুণ বিচারের জন্য আমি সতীদাহ লিখিতে অগ্রসর হই নাই। উহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষেপে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। এই পুস্তক রচনায় আমি স্বকপোল কল্পিত কোনও কথারই অবতারণা করি নাই; যাহা শাস্ত্রোক্ত, যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্ট, যাহা ঐতিহাসিক সত্য, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র, ক্বচিৎ কোথাও প্রচলিত প্রবাদ বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছি। যে ঘটনা যে পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে যে সমুদয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি, চিত্রবিদ্যাদক্ষ, সুবিখ্যাত গ্রন্থকার মিঃ, ব্যাণ্ট সল্‌ভিন ও চিত্রশিল্পদক্ষা, বিদুষী পরিব্রাজিকা বিবি পার্কের অঙ্কিত, এই সকল প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ ব্যাপারে আমি আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত কিরণ নাথ ধর, এম, এ, মহোদয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়াছি। ঐ সকল ঐতিহাসিক চিত্র ব্যতীত আর যে সমুদয় চিত্র ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কয়েকখানি যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন ও শ্রীযুক্ত কুমার নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রশিল্প কুশল সুহৃদগণের তুলিকা প্রসূত। আমি তাঁহাদের কৃত সাহায্যের জন্য তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তক প্রণয়নে আমি যত্নের ত্রুটি করি নাই, তবে আমার অক্ষমতা জনিত ত্রুটি অপরিহার্য্য। আশা করি সহৃদয় পাঠক আমার সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

রাণাঘাট
দোল-পূর্ণিমা
১৩২০

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক

ভূমিকা

প্রজাবৎসল সুসভ্য ইংরাজরাজ এদেশে যে সকল কল্যাণকর বিধি বিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সতীদাহ নিবারণ প্রথা তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কত যুগ যুগান্তর হইতে এই রাক্ষসী প্রথা কত কোটী কোটী বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কবলিত করিয়া হিন্দুর সমাজবক্ষে জ্বালাময়ী চিতাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হিন্দুসমাজ দগ্ধ করিয়া আসিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজ-শান্তি-বিঘাতিনী যুদ্ধলীলা বা দেশধ্বংশকারী মহামারী বা ভীষণ জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাৎ, ভূকম্পনাদি দৈববিপ্লব সংখ্যাতীত জীব বিধ্বংশ করিয়াও সমাজের যে ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এই লোমহর্ষণ প্রথা এতদিন তাহাই করিয়া আসিতেছিল। সহৃদয় ইংরাজরাজ দৃঢ় হস্তে সমাজবক্ষ হইতে এই মর্ম্মন্তুদ নিষ্ঠুর প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিয়া প্রকৃতই ধন্য হইয়াছেন।

"সতীদাহ", "সহমরণ" বা "সতী" এই কয়টী শব্দই একার্থবাচক, এখানেও এই তিনই বুঝাইতে "সতীদাহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি সকল ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে ইহা হিন্দুর ধর্ম্মসাধক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে কখনই গণ্য হয় নাই. ইহা দেশ প্রচলিত একটী প্রথা বা রীতি। একের আচার হইতে অপরে উহা গ্রহণ করিয়াছিল ও তাহার দৃষ্টান্তে আর একজন উহা সাধন করিয়াছিল। এইরূপে উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। দেশব্যাপী হইলেও ইহা কিন্তু কদাচ সমগ্র দেশে সমস্ত হিন্দু পরিবার মধ্যে আদৃত হয় নাই। প্রতিদিন এখানে ওখানে কোথাও একটা ঘটনা ঘটিত, আর তাহাই দেখিতে সে দিন সেখানে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু এই অসীম অনন্ত কাল ধরিয়া এই সুবিস্তীর্ণ ভারত ভূমিতে এইরূপ ঘটনা এখানে ওখানে ঘটিতে ঘটিতেই প্রতি বৎসর উহার সংখ্যা দাঁড়াইত অসংখ্য।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহা বেদ পাঠে জানা যায় কিন্তু ঐরূপের কোনও বাস্তব ঘটনার বর্ণনা উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক যুগে রামায়ণের কালে পুনঃ পুনঃ উহার উল্লেখ থাকিলেও কোনও সতীদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না, তবে মহাভারতে অসংখ্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। অন্য কথা কি, যুগাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণদেবের তনুত্যাগে তাঁহার চারিজন মহিয়সী মহিষী জলচ্চিতারোহণ করেন। স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজন-মান্য; কিন্তু মনুতে সহমরণের উল্লেখ নাই, বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা আছে, তবে অন্যান্য মনুকল্প স্মৃতিকারগণ ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন ও গুণ কীর্ত্তণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ইহার বিধি দেন নাই। কেবল বঙ্গের মনু স্মার্ত্তরাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তন

করিয়া ইহাকে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাই অন্য দেশাপেক্ষা এই ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালী জাতির নিকট ইহার এত আদর দাঁড়াইয়াছিল, তাই তুলনায় বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতীদাহ সম্পন্ন হইত মনে হয়।

স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের এইরূপ কঠোর বিধি বিধান করিবার কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাজের যখন যাহা আবশ্যক হয়, স্মৃতিকার তখন যুক্তি তর্ক ও বিচার করিয়া, দেশ কাল পাত্রোচিত সেইরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। যখন স্মার্ত্তচুড়ামণি রঘুনন্দন নবদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন দেশের রাজা মুসলমানের রাজ্য শাসন-রজ্জু শিথিল হওয়ায়, পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের অত্যাচারে দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবা ও কুমারী দূরে থাক, সময়ে সময়ে সধবা যুবতীগণেরও এই পশুগণের হস্তে লাঞ্ছনার সীমা রহিত না ; তাই মনে হয়, এই সময় স্মার্ত্তরাজ বিধবার মান সম্ভ্রম, ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখিতে এই কঠোর বিধি প্রয়োগ করেন। অপর দিকে তখন বল্লালী কৌলীন্য প্রথার প্রশারে হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় একজন পুরুষ সংখ্যাতীত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায়শঃ স্বামীর ভালবাসা লাভের জন্য ঈর্ষা ও দ্বেষের এক শেষ হইত, তাই পাছে কেহ স্বামী সোহাগে বঞ্চিত হইয়া ঈর্ষাবসে স্বামীর জীবন নাশে চেষ্টা করে সম্ভবতঃ তন্নিবারনার্থ সূক্ষ্মদর্শী রঘুনন্দন এই সহমরণ প্রথার উচ্চমহিমা কীর্ত্তন করেন, ও তদবধি বঙ্গদেশে ইহার প্রসার অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হয়। কেননা তাহা হইলে আর কোন স্ত্রীই সহজে সামান্য কারণে পতির প্রাণনাশে যত্নবতী হইবে না এবং হইলেও পতির মৃত্যুতে তাহার সহমরণও একরূপ অনিবার্য্য। যাহা হউক স্মৃতিকারের এত উচ্চমহিমা কীর্ত্তন স্বত্ত্বেও ইহা সার্ব্বজনীন প্রথা বলিয়া

কখনই পরিগৃহিত হয় নাই, তাই স্মার্ত্তরাজ সঙ্গে সঙ্গে বিধবার নিমিত্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালা দেশে যে সেই সময় হইতে সহমরণ প্রথার প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ইহাও দেখা যায় রাজপুতনা ব্যতীত ভারতের অন্য প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার কখনই ছিল না।

সতীদাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীগণ যে সমস্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায় প্রায়শঃ স্ত্রীগণ হাসিতে হাসিতে জলচ্চিতারোহণ করিয়া স্বামী নারায়ণের-চিন্তায় তন্ময় হইয়া পুড়িয়া মরিতেন। ক্বচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত এবং কদাচ এখানে ওখানে সতীদাহ উপলক্ষ করিয়া বীভৎসরূপে স্ত্রীহত্যা সাধিত হইত। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও বৎসরে ইহার সংখ্যা কম দাঁড়াইত না। এই সকল প্রকার ঘটনাই এই পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সতী যতই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন করুন না কেন, সেই শোকাবহ ঘটনা, যাহা একটা ধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক রীতি ব্যতীত ধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় নাই, তাহার জন্য পুত্র মাতাকে, পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, শ্বশুর পুত্রবধুকে ধরিয়া জলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিয়া যে, সতীর পুত্র, সতীর পিতা, সতীর ভ্রাতা, সতীর শ্বশুর বলিয়া আত্মপ্রাসাদ লাভ করিবে, ইহা অসহনীয়। আর অসহনীয় বলিয়াই সর্ব্বদর্শী করুণাময় সর্ব্বমঙ্গল নিদান জগদীশ্বর যখন দেখিলেন ইহা সমাজের হিত করা দূরে থাকুক, অহিত সাধনে রত হইয়াছে, তখনই রাজবিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৃঢ়হস্তে ইহার বিলোপ সাধন করিলেন। বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই চিরদিন প্রশস্ত। এখনত কথাই নাই।

হিন্দু বিবাহ—সম্প্রদান

এইখানে স্বামী স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহা সহমরণে দৃঢ়ীকৃত হইত ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস ছিল।

1 SEP. 1914
BUILDINGS

সতীদাহ

পরিবর্ত্তন লইয়াই বৈচিত্রময় সংসার স্বজনী। মহাকালের হস্তে পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্র যেমন ঘুরিতেছে, সংসারে সর্ব্ববিষয়ে তেমনই বৈচিত্র্য স্বজন হইতেছে। জড় জগত, যাহার নিত্য পরিবর্ত্তন আমরা চাক্ষুষ করিতেছি, তাহার ত কথাই নাই, সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম, রীতি নীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার, রুচি সমস্তই এই বিরাট চক্রে ঘূর্ণায়মান। আজ যে ধর্ম্ম সংসারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বজনমান্য, কাল আবার আর কোনও মহাপুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহা বিতাড়িত, তখন নবধর্ম্মের নবভাবে সংসার বিভোর। আজ যে সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার জনসমাজে অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে পালনীয়, কাল তাহা ঘৃণিত ও নির্ম্মম জ্ঞানে অবজ্ঞাত। মহাকালের খেলাই এই ; আজ যে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মত জগতে মহামান্য, কাল তাহা অমান্য, কেননা পশু হিংসা তখন মহা-ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। আজ যে তন্ত্র জগতের সার ধর্ম্ম, কাল তাহাই আবার অসার জ্ঞানে পরিত্যক্ত। আজ যে স্ত্রী-স্বাধীনতা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া

স্বীকৃত, কাল আবার তাহাই অসভ্যের বর্ব্বরোচিত রুচি বলিয়া পরিগণিত। এই পরিবর্ত্তন ও রুচি যেমন কাল সাপেক্ষ, তেমনি দেশ ভেদেও ইহাদের কার্য্যকরী শক্তির অসীম ক্ষমতা পরিস্ফুট। যে ক্ষীণমধ্যা, বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী এক দেশের সুন্দরী পদবাচ্যা, তাহাই দেশান্তরে কুৎসিতার প্রতিরূপ। যে ক্ষুদ্রপদ ও শ্বাপদোচিত নখর এক দেশের মুনিমনহারী, তাহাই আবার অপর দেশে ঘৃণা উদ্রেককর। যে সরীসৃপ জাতীয় জীবকুল ও তৈলপায়িকাদি একের রুচিকর খাদ্য, তাহাই অপর দেশে বর্ব্বরোচিত আহার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে পেয় বা মাংসাদি এক জাতির উপাদেয় ভক্ষ্য, তাহাই আবার অপর জাতির নিকট অপ্রীতিকর, অস্পৃশ্য। সংসারে যখন সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ববিষয়ে; রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, রুচি সকল বিষয়েই সম্যক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় তখন কোন বিষয়েই সহসা সদসৎ বিচার করা যাইতে পারে না। সকলই সেই মহামায়ার খেলা; যখন যেখানে যে ভাবের ঢেউ উঠে তখন সেই ভাবের হিল্লোলে গা ভাসাইয়া মানুষ চলিতে থাকে, আর কাল যাহা মন্দ বলিয়াছে, আজ তাহারই গুণ গানে অধীর হয়; আবার কাল যাহা ভাল বলিয়া সাধন করিয়াছে, আজ তাহা নিন্দনীয় জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

এই অবিরাম বহমান শক্তিশালী পরিবর্ত্তনশীলতার স্রোতে দেশের কত তথাকথিত ভাল-মন্দ পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত রীতি, নীতি গঠিত হইয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে; কত নিয়ম আজ সমাজের কল্যাণকর বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, আবার কল্য তাহাই সমাজের ঘোর অনিষ্টকর জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা সৃষ্ট হইয়া লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সহমরণ প্রথা অন্যতম।

এই সহমরণ সাধারণতঃ "সতী", "সতীদাহ", "সহমরণ" "অনুমরণ", "সহগমন", ও "অনুগমন" নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রথা দেশ ভেদে নানা প্রকারে সাধিত হইত।* মৃতপতির সহিত এক জলচ্চিতায় প্রাণ-ত্যাগের সাধারণ নাম সহমরণ বা সহগমন, ও পতির বিদেশে মৃত্যু হইলে বা কোনও কারণে মৃতদেহ প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার পাদুকাদি, ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্যাদির সহিত চিতারোহন করিলে অনুমরণ বা অনুগমন বলিত; কিন্তু শাস্ত্রে উভয় ক্রিয়াই একার্থবাচক। সহ বা অনুগামিনী স্ত্রীলোক পতির মৃত্যুতেও শাস্ত্র মতে কখন বিধবা বলিয়া গণ্যা হয়েন না, তাঁহারা সদাকাল সধবা।

সহমরণ প্রথা ভারতে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে প্রচলিত দেখা যায়। পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাণ্ডার বেদেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বেদ

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম দুইটি ঋক্ সহমরণ বিষয়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার তাৎ-পর্য্য এই—"এই সকল নারী বৈধব্য ক্লেশ ভোগাপেক্ষা ঘৃত ও অঞ্জন অনুলিপ্ত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম রত্ন ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক। ৭॥ † হে নারি! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রো-খান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ তিনি গতাসু হইয়াছেন, চলিয়া আইস, যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই

---

* রাজস্থানে পতির মৃত্যু আশঙ্কায় পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে স্ত্রী চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত তাঁহাকে "সোহাগুণ" বলিত এবং পতির সহগামিনী হইলে তাঁহাকে "দোহাগুণ" বলিত।

† "ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সম্পৃশন্তাম্।
অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনীমগ্নে ॥ ৭ ॥

তোমার করা হইয়াছে।” ৮॥ § শেষোক্ত ঋক্ সংকুসুক ঋষি পতি-বিয়োগ-বিধুরা সহমরণাভিলাষিনী কোনও রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই ঋক্ দুইটীর অর্থ ও পাঠান্তর লইয়া মত ভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ইহার অন্য প্রকার পাঠ ও অর্থ করেন তাঁহাদের মতে ৭ম ঋক্‌টীর “যোনীমগ্নে” স্থলে “যোনীমগ্রে” পাঠ হইবে ও ইহার তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ :—“এই সকল নারী বৈধব্য ক্লেশ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতিলাভ করতঃ অঞ্জন ও ঘৃতানুলিপ্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করুন।” ৮ম ঋকের অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। এই ঋক্ দুইটীর পাঠ নিরূপণ সম্বন্ধে বহুকাল ধরিয়া বহু বাক্ বিতণ্ডা চলিয়াছে* কিন্তু

---

§ উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষঃ এহি।
হস্তাগ্রতস্য দিধিষোস্ত বেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব ॥ ৮॥

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, ১০ম অনুবাদকে ৭ম ঋক্‌টী দৃষ্ট হয় এবং যজুঃ সংহিতায় ও অথর্ব্ব সংহিতায় এই ২টী ঋক্ই দেখা যায়।

* অধ্যাপক ম্যাকস্‌মুলার এই পাঠ বিকৃতির জন্য ব্রাহ্মণগণকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন——“This is perhaps, the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands of lives been sacrificed and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated and misapplied.” অধ্যাপক উইলসন ঋগ্বেদের যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতেও প্রথমোক্ত ঋকের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন,——“May these women who are not widows, who have good husbands, who are mothers, enter with unguents and clarified butter; without sorrow without tears, let them first go up into the dwelling” পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই প্রথম এই মতের অনুসরণ করেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার Ancient India গ্রন্থে তিনি ঐ ঋকের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—— “May these women not suffer the pangs of widowhood. May they who have good and desirable husbands, enter their houses with collyrium and butter. Let these women, without shedding tears, and without any sorrow, first proceed to the house, wearing invaluable ornaments.” এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রমেশচন্দ্র

আজিও অবিসম্বাদিত কোনও মত স্থাপিত হয় নাই। তাহা না হইলেও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর তন্নিমিত্ত বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, কেননা, শাস্ত্রের আদেশ বা অর্থ লইয়া বিতণ্ডা তাঁহার কার্য্যান্তর্গত নহে। উক্ত প্রথা সময় বিশেষে প্রচলিত ছিল কিনা ইহার তত্ত্বানুসন্ধানই

মত প্রকাশ করিয়াছেন,——"There is not a word in the above relating to the burning of widows. But a word in it Agre was altered into Agne, and the text was then mistranslated and misapplied in Bengal to justify the modern custom of the burning of widows." অর্থাৎ—"অগ্রে" শব্দটাকে বদলাইয়া "অগ্নে" করা হইয়াছে এবং ঐ ঋকে সহমরণের প্রসঙ্গ কিছুই নাই, উহার প্রবর্ত্তনা চতুরগণের চাতুরী মাত্র। ফলে, ম্যাকস্মূলার যাহা বলিয়াছেন, রমেশচন্দ্রও তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। অধিকন্তু, "অগ্রে" শব্দ "অগ্নে" রূপে পরিবর্ত্তন হওয়ার বিষয়, তাঁহার পূর্ব্বে অধ্যাপক উইলসনের অনুসরণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ই, বি, কাউয়েল যাহা বলিয়া যান, প্রকারান্তরে রমেশচন্দ্র তাহাই ঘোষণা করিলেন। কাউয়েল সাহেবের সে উক্তি——"It is these last words, "arohantu yonim agre," which have been altered into fatal variant "arohantu yonim agneh," "let them go up into the place of fire;" but there is no authority whatever for this reading." কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে বসিলে পাঠটী কতদিনের ও পাঠ সম্বন্ধে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কিনা এবং পরিবর্ত্তনে "অগ্রে" স্থলে "অগ্নে" করা হইয়াছে অথবা "অগ্নে" স্থলে "অগ্রে" করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া যায়, কেননা, উইলসন, ম্যাকস্মূলার, কাউয়েল বা রমেশচন্দ্র দত্তের আলোচনার বহু বর্ষ পূর্ব্বে ঐ ঋকটীর অর্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পাঠের অনুরূপ দেখা যায়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের "এসিয়াটিক রিসার্চ্চে" হেনরী কোলব্রুক, 'On the duties of a faithful Hindu widow' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ঐ ঋকটীর এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করেন,——"Om! let those women, not to be widowed good wives, adorned with Collyrium, holding clarified butter, consign themselves to the fire. Immortal, not childless not husbandless, excellent let them pass into the fire whose original element is water." কোল্‌ব্রুকের এই অনুবাদের প্রায় ১৬ বৎসর পরে অধ্যাপক উইল্‌সনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলার, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাওয়েল এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত এতদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আর এক কথা, রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ-নিবারণে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়েও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এ পরিবর্ত্তনের কথা

তাঁহার কার্য্য। সুতরাং, বিসম্বাদিত ৭ম ঋক্ পরিত্যাগ করিয়াও অবিসম্বাদিত ৮ম ঋক্ লইয়া বিচার করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে তখন পতির মৃত্যু হইলে পত্নী, ইহসংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করিয়া মৃতপতির পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতেন; আর তখন, তাঁহাকে নানামতে প্রবোধ দিয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইত। আবার এমনও হইতে পারে যে ঐ ঋক্‌টী সহগামিনী রমণীর সহমরনেচ্ছার পরীক্ষা মূলক। উহা দ্বারা রমণীর পত্যানুরাগ পুরীক্ষিত হইত এবং তাঁহাকে এতদ্বারা সংসারে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ ও অবসর প্রদান করা হইত। তখন কেহ বা এই সুযোগ গ্রহণ করিতেন, কেহ বা হাসিতে হাসিতে পতির সহিত সহমৃতা হইতেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

উত্থাপিত হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থে যে পাঠ দেখিতে পাই এবং তিনি তাহার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে "অগ্নে" শব্দই তৎকালপ্রচলিত পাঠে প্রচলিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থে ঋকটী এই ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তনশ্রবা
অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু যাম্যো যোনিমগ্নে॥"

"Oh fire, let these women with clarified butter, eyes coloured with collyrium and void of tears enter thee, the parent of water that they may not be separated from their husbands, themselves sinless and jewels amongst women." সুতরাং পাঠ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে। আমরা কয়েকখানি হস্তলিখিত প্রাচীন বেদ অনুসন্ধান করিয়া উভয় পাঠই দেখিতে পাইয়াছি। এসম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।——

Maxmuller's Selected Essays (1881) Vol. 1 and R. C. Dutt's Civilisation in Ancient India (1888) Vol. 1.; Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. 1. P. 458; Asiatic Researches, Vol. IV. P. 21; Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI. P. 203, and E. B. Cowell's note in the History of India by the Hon. Mountstuart Elphinstone. শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ, সাহিত্য-সংবাদ প্রথম বর্ষ ১১শ সংখ্যা।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা স্ত্রীর অনুগমনের বিষয় উল্লিখিত আছে।*

বৈদিক যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা এ সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিলেও পৌরাণিক যুগে † ভারতবর্ষে যে ইহার সমধিক প্রচলন ছিল

পুরাণ

সে বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ সকলে বর্ণিত শত শত ঘটনা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল

---

* ১। ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত প্রেতম্। বিশ্বং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

ইহার আভাষ,—হে মরণশীল মানব যে নারী তোমার ভার্য্যা সেই স্ত্রী তুমি মরিয়া যে লোকে গমন করিয়াছ, সেই পতিলোকে, গমনানুসারিনী হইয়া প্রেত পতি তোমাকে পাইবার অভিলাষিনী হইয়াছে। এই ভার্য্যা অনাদি অনন্ত বিশ্ব মধ্যে নিখিল স্ত্রীধর্ম্মের সম্যক পালন কর্ত্রী। পতিব্রতা স্ত্রীর পতি সহবাস পরম ধর্ম্ম, অতএব এই ধর্ম্মপত্নীকে তুমি তোমার প্রাপ্ত লোকে বাস করিতে অনুমতি দেও এবং পূর্ব্ব কালীন পুত্রগণকে ধন দেও।

২। "উদীর্ধ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

ইহার আভাষ—হে নারী! তুমি মৃত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়াছ, পতির পার্শ্ব হইতে উঠ এবং জীবন্ত প্রাণীগণকে অবলোকন কর।

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তীরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ সায়নাচার্য্য ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন এখানে যে আভাষ প্রদত্ত হইল তাহা ঐ ভাষ্য অবলম্বনেই লিখিত।

† পুরাণ সকল কোন সময়ে লিখিত, এই প্রসঙ্গ লইয়া এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়া থাকে, ও সময়ে সময়ে নানাজনে নানারূপ অদ্ভুত মত প্রকাশ করেন। তবে তাঁহাদের অধিকাংশের মতে খৃষ্ট জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে উহাদের রচনা কাল ধার্য্য হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে এই সকল অলৌকিক গ্রন্থ কল্পকল্পান্তর হইতে প্রচলিত আছে। এক এক কল্পের, এক এক দ্বাপর যুগে, এক এক মহাপুরুষ বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুরাণ সমুদয় প্রচার করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসন পুরাণচর্চ্চায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অগ্রণী বলিয়া খ্যাত। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, :—"And the testimony that establishes their (Puran's) existence three centuries before Christanity, carries it back to a much more antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world."

পুরাণের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্ব প্রধান। এই দুই মহাপুরাণে বহুতর সহমরণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে ষঠ্‌ষষ্ঠীতম সর্গে বর্ণিত আছে যে পুত্র বৎসল মহারাজ দশরথের লোকান্তরের পর, রাম-জননী মহারাণী কৌশল্যা সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন ও বিলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু, মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে পুরমহিলাগণ কর্ত্তৃক তিনি স্থানান্তরিত হয়েন এবং মৃতদেহ তৈল কটাহে রক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ উল্লিখিত আছে,*—"সেই স্বর্গগত নরপতি দশরথকে নির্ব্বাণ অনল, নির্জ্জল সমুদ্র ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিয়া, শোককৃশা কৌশল্যাদেবী তাঁহার মস্তকটী ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কৈকেয়ীকে বলিলেন, রে দুঃশীলা কৈকেয়ি! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল, এখন নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। রামতো ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে স্বামীও আমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন সুতরাং দুর্গম পথে স্বার্থ বিহীন পথিকের ন্যায় আমি আর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তোর মত ধর্ম্ম-ত্যাগিণী নারী ভিন্ন দেবতুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবনধারণে অভিলাষ করে? * * * সে যাহা হউক আমি এক্ষণে পাতিব্রত্য ব্রতপালনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" যাহা হউক রাজা দশরথের মৃতদেহ ভরতের অপেক্ষায় তৈল কটাহে রক্ষিত হওয়া প্রভৃতি কারণে, ইচ্ছা স্বত্বেও কৌশল্যা দেবী সহমৃতা হইতে পারেন নাই।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বেদবতী জননীর সহমরণের বিষয়

* বাল্মীকি রামায়ণে ষঠ ষষ্ঠীতম সর্গে ১—১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

'সতীজ-ক্রাই' হইতে

সতীদাহ—মহারাষ্ট্রীয় প্রথা

এইরূপ বর্ণিত আছে †—"একদা মহাপরাক্রান্ত রাবণ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া বনমধ্যে এক পরম রূপবতী যুবতী নারীকে তপস্যা করিতে দেখিয়া, কামার্ত্ত হইয়া, তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার এবম্বিধ তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মহাব্রতধারিণী কন্যা রাবণকে বিধিমত আতিথ্য করিয়া কহিলেন "অমিতপ্রভ বৃহস্পতি সুত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। পিতা আমাকে মূর্ত্তিমতী বেদ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া আমার বেদবতী নাম করণ করেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও সর্প সকল আমার পাণিপ্রার্থী হইলে পিতা তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া আমায় বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহাতে বলদর্পিত দৈত্যপতি শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাকালে আমার পিতার প্রাণ হরণ করেন। ইহাতে আমার মহাভাগা মাতাও শোকার্ত্তা হইয়া আমার পিতার সেই মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তদবধি নারায়ণকে স্বামীজ্ঞানে, তাঁহার পদে স্থান প্রাপ্তির আশায় নির্জ্জনে তপস্যায় রত হইয়াছি। হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ! ইহাই আমার ইতিহাস; আমি তপস্যা শক্তি দ্বারা ত্রিভুবনস্থ তাবৎ বিষয় জানিতে পারি; তুমি কে ও আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কিদৃশী তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং তুমি এস্থান সত্বর পরিত্যাগ কর।" সতীর এবম্বিধ বাক্যে কামার্ত্ত দশানন রথ হইতে ভূতলে অবতণ করিয়া বিষ্ণুকে নানামতে নিন্দা করিয়া ঐ কন্যাকে অশেষ প্রবুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, বল প্রকাশে উদ্যত হইল। তখন সেই সাধ্বী কুমারী বেদবতী ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে অভিসম্পাত করতঃ জলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই বেদবতী জনক রাজকন্যা সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণবধের হেতু হইয়াছিলেন।"

† বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড সপ্তদশ সর্গ।

অশোকবনে রাবণানুচরের হস্তে প্রাণপতি শ্রীরামচন্দ্রের মায়া-মুণ্ড দর্শন করিয়া শোকাকুলা সীতাদেবী, তাঁহার প্রাণনাশ পূর্ব্বক স্বামীর অনুগামিনী হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত রাবণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"রাবণ তুমি শীঘ্রই আমাকে বধ করিয়া রামের উপর স্থাপনা কর, তুমি এই পতি-পত্নী সংযোজন রূপ পুণ্যানুষ্ঠানটি সম্পন্ন কর। দশানন! তুমি রাঘবের দেহে আমার দেহ ও তাঁহার মস্তকে আমার মস্তক সংযোজন কর, তাহা হইলেই আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সদ্গতি লাভ করিব!" * রামায়ণ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণ সকল পর্য্যালোচনা করিলেও এইরূপ বহুতর কাহিনী প্রাপ্ত হই। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা দশরথের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যেও এই প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে ঐ বংশীয় রাজা বাহু, হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইলে বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হয়েন এবং তথায় তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তদীয় মহিষী সহমরণে কৃতসংকল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি গর্ভবতী থাকায় মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। বাহুর সেই মহিষীর গর্ভে দিগ্বিজয়ী সগর রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, †—"দানবীর মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশীয় রাজা বাহু, হৈহয় ও তালজঙ্ঘাদি কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গর্ভিণী মহিষীর সহিত বনে গমন করেন এবং তথায় বহুকাল বাস করিয়া ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রম সমীপে কালগ্রাসে পতিত হয়েন,

* বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড দ্বাত্রিংশ সর্গ ২০।৩২ শ্লোক।

† বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ অংশ—চতুর্থ অধ্যায়।

সাধ্বী রাজমহিষীও চিতা রচনা পূর্ব্বক, তদুপরি মৃত মহারাজাকে স্থাপন করতঃ সহমরণে কৃতসংকল্প হইলে, ত্রিকালদর্শী ভগবান ঔর্ব্ব স্বীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া সতীকে কহিলেন—"হে সাধ্বি! আপনি এইরূপ কার্য্য কেন করিতেছেন, আপনার জঠরে অখিল ভূমণ্ডল পতি, রাজচক্রবর্ত্তী, অতি পরাক্রমশালী, বহুযজ্ঞকর্ত্তা, শত্রুবিজয়ী এক মহীপতি অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং, আপনি এইরূপ সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না, করিবেন না।" ঋষি এই কথা বলিলে সেই সাধ্বী মহিষী সহমরণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সপত্নীদত্ত বিষ পানে রাণীর গর্ভস্থ সন্তান সাত বৎসর যাবৎ তদীয় জঠরে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সুবিখ্যাত সগর রাজা। ইঁহারই বংশে ভগীরথ জন্ম গ্রহণ করিয়া মর্ত্তে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই বংশে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভুব মনুর বংশধর বেণপুত্র রাজচক্রবর্ত্তী, মহাপরাক্রান্ত সুধার্ম্মিক পৃথুর নামানুসারে পৃথিবী নামের উৎপত্তি, সেই পৃথুর মহিষী সাধ্বী অর্চ্চি-দেবী স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা হয়েন। তাঁহার সহমরণ কাহিনী শ্রীমদ্ভা-গবতে এইরূপ বর্ণিত আছে, ঃ—

"পতিপরায়ণা অর্চ্চিদেবী যখন দেখিলেন স্বামীর দেহে চেতনাদি সমুদয় বিনষ্ট হইল তখন তিনি ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া গিরিপাদমূলে চিতা রচনা পূর্ব্বক তদুপরি স্বামীর মৃতদেহ স্থাপনা করিলেন এবং তৎকালোচিত অপরাপর ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নদী জলে অবগাহন পূর্ব্বক উদারকর্ম্মা পতির তর্পণ করিলেন। অনন্তর স্বর্গবাসী দেবগণকে নমস্কার করিয়া স্বামীর পদ যুগল চিন্তা করিতে করিতে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া

হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। সতীকে সহমৃতা হইতে দেখিয়া দেবদেবীগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং মন্দার পর্ব্বতের সানুদেশে কুসুম বর্ষণ এবং স্বর্গীয় বাদ্যধ্বনির সহিত পরস্পর কহিতে লাগিলেন—আহা! লক্ষ্মী যেমন যজ্ঞেশ্বরের অনুগামিনী সেইরূপ এই বধু কায়মনোবাক্যে স্বীয় রাজপতির অনুগমন করিলেন ইনিই সাধ্বী।”

মহাভারতে এবম্প্রকার বহুতর ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত, এতদুভয়ের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে রামায়ণের বহুস্থলে সতীদাহের উদ্যোগ হইয়াছে বটে কিন্তু কোনও না কোনও কারণে উহা সম্পন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণাদিতে যেথানেই উহার আয়োজন দেখিতে পাই সেই খানেই উহা উদ্‌যাপিত হইয়াছে দেখা যায়। এইরূপে মহাভারতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটী সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মহাভারতে লিখিত আছে, পাণ্ডুরাজার মৃত্যুতে তৎপত্নী মাদ্রীদেবী সহমৃতা হয়েন। উহা পাঠে তৎকাল প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া যায়। উহা আদিপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—“পতিব্রতা কুন্তী, মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোক গত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তান গুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি স্বামী সহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইঁহার সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে; আরও দেখ, মহারাজ

আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যম ভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্য আমাকে ইহকালে লোক নিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়কল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহে ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই ব্যক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করতঃ পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদয় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরম সমারোহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও, এবং তাঁহাদের দুইজনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদয় প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সৎকার করাও। মাদ্রীকে এইরূপ সুসম্বৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং তিনি অতি মাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই মহাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এমতে কুরু-পুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধ পরিপূরিত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে, মহার্ঘ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন

করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। কেহ বা তৎকালে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বাদ্য হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধন রত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বর যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন" এই বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথী তীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিস্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন পূর্ব্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃত দেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু, শুভ্র বসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভাধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণান্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্র বধুর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া, হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজ ভক্ত প্রজাগণ হায়! কি হইল! কি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন

করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগযোনিগত পশু পক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরব-বনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদক কার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন। নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। রাজধানীস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোক সাগরে নিমগ্ন হইল।”

মথুরাধিপতি মহারাজা কংসের পত্নী সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। মথুরায় যমুনাতীরে তাহার স্মৃতিস্তম্ভ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রোণ পত্নীও সহমৃতা হয়েন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই * যে প্রভাসযজ্ঞের পর আত্মকলহে যদুকুল ধ্বংশ হইলে, যদুকুল ললনাগণ, পতিদেহালিঙ্গন করিয়া চিতা প্রবেশ করেন। শ্রীরামের পত্নীগণ তদীয় বরবপু আলিঙ্গন করিয়া এবং শ্রীহরির পুত্র বধূ সকল প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি প্রবেশ করেন। রুক্মিণী প্রমুখ কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

পুত্রগত প্রাণ বসুদেব, পুত্র রামকৃষ্ণের স্বর্গ গমনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে তদীয় পত্নী চতুষ্টয় তাঁহার দেহালিঙ্গন করতঃ

* শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহন পর্ব্বাধ্যায়।

সহমৃতা হয়েন। এতদ্বিবরণ মহাভারতে মৌশল পর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"পরদিন প্রাতঃকালে প্রবল প্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে ঘোরতর ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সমুদয় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত কুন্তলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নর যানে আরোপিত করিয়া অন্তপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসীগণ দুঃখে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকা যানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী ভদ্রা, রোহিণী ও মদীরা নামে বসুদেবের পত্নী চতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিতা ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময়ে জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকী প্রভৃতি পত্নী চতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ়া হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন, চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নী সমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্জ্বলিত চিতানলের শব্দ, সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন, অন্যান্য মানবগণের রোদন ধ্বনি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি, বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

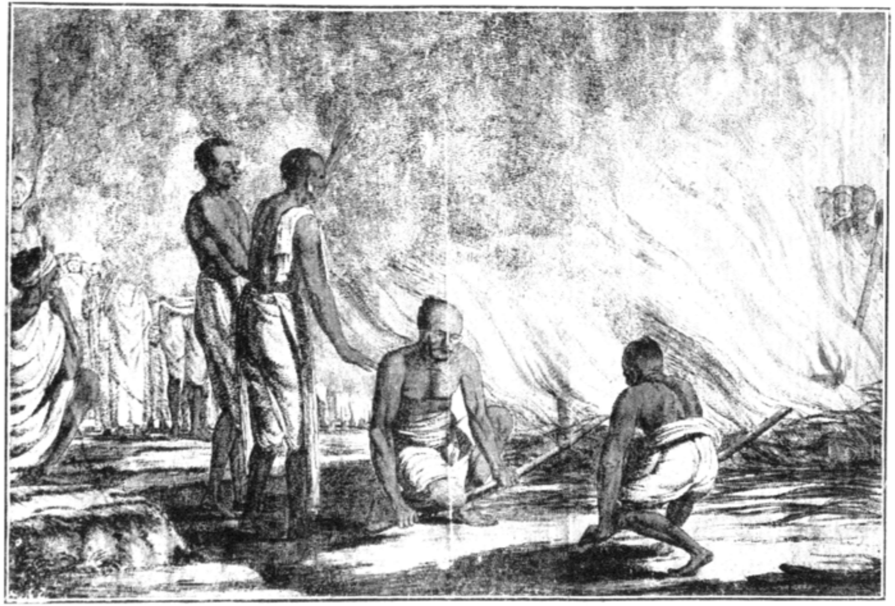

মিঃ ব্যাল্ট সলভিন্ অঙ্কিত

সহমরণ

পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা উদ্ধৃত কর' যাইতে পারে।

বেদ, পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন স্মৃতি ও সংহিতা সকলেও সহমরণের সবিশেষ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই সর্ব্বপ্রধান।

স্মৃতি

মনু প্রণীত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে সহমরণের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মনু ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ পতিলোককামা বিধবার কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। অসংখ্য স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি প্রধানের মত মাত্র এখনে উদ্ধৃত হইল। পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে, *—"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায়ই স্বর্গ লাভ করেন। সেই নারী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি, সহমৃতা নারী মৃত পতিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গ সুখ ভোগ করেন।"

---

* মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥"

পরাশর সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ২৭—২৯ শ্লোক।

বিষ্ণু সংহিতা বলেন *—"পতির মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য কিংবা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।"

অত্রিসংহিতা সহমরণে অসমর্থা রমণীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া লিখিয়াছেন,†—"স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে যাইয়া চিতা ভ্রষ্টা হইয়া পতিতা হইলে বা রোগ দ্বারা রজোহীন হইলে প্রাজাপাত্য ব্রত আচরণ করিয়া এবং দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে।"

ব্যাসসংহিতা ব্যবস্থা দিয়াছেন,‡—পতিব্রতা স্ত্রী, মৃত পতির সহিত অগ্নি প্রবেশ করিবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে।"

দক্ষ সংহিতার § উক্তি পরাশর সংহিতারই অনুরূপ। ইহার মতেও "ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতারোহণ করে, সে স্ত্রী সদাচার সম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইবে। সাপুড়িয়া যেরূপ গর্ত্ত হইতে বলদ্বারা সর্পকে উদ্ধার করে, সেইরূপ সহমৃতা পত্নী,

---

* "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"

বিষ্ণু সংহিতা, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, ১৪ সূত্র।

† "চিতি ভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ॥"

অত্রি সংহিতা, ২০৯ম শ্লোক।

‡ "মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্ত কেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ॥"

ব্যাস সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৩ম শ্লোক।

§ "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্ত শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে॥"

দক্ষ সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯শ—২০শ শ্লোক।

স্বামী যদি নরকেও থাকেন, তাঁহাকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গলোকে সহর্ষে কালযাপন করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মনুসংহিতায় সহমরণের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা আছে। যোষিধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন *—স্ত্রীলোকগণের স্বামী ব্যতীত পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত বা উপবাস নাই। একমাত্র পতি সেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামা হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে পত্নী বরং শুভ পুষ্প-মূল ফলের দ্বারা দেহ ক্ষয় করিবেন, তথাপি কখন পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয় ততদিন তিনি ক্লেশ-সহিষ্ণু ও নিয়মাচারিণী হইয়া মধু-মাংস-মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

---

* "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণি-গ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যা ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥
অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৫৫—১৬০ম শ্লোক।

করতঃ একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর যে অনুত্তম পরম ধর্ম্ম, তৎপালনেই যত্নবতী হইবেন। বহু সহস্র কৌমার ব্রাহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন; ঐ সমুদয় ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন।" এইরূপে দেখা যায় যে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মনু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন, * "যে স্মৃতি মনুর বিধানে বিপরীত, সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে।" বিশেষতঃ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা জীবের ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং ব্রহ্মলাভের হেতু যে এই দেহ, ইহা কোন ক্রমেই স্বেচ্ছায় নাশ করা বিধেয় নহে। পরন্তু স্মরণ, কীর্ত্তন, মনন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুলাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক অনন্য-চিন্ত হইয়া স্বামী নারায়ণের ধ্যানে জীবনা'তবাহনই বিধবার প্রশস্ততর ধর্ম্ম।

যেমন শ্রুতি স্মৃতি পুরানাদি আলোচনা করিলে আমরা সতীদাহ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইতে পারি, তেমনি, সাময়িক ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠেও এতদ্‌সম্বন্ধে বহু বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১৪ শকাব্দে যখন মহাবীর আলেকজান্দার ভারত আক্রমণে আগমন করেন তখন তিনি পঞ্জাবস্থ রবিতটে ভারতীয় সৈন্যগণ মধ্যে এইরূপ সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। † সেই সুদূর অতীত কালে তিনি যে ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন তাহার দ্বিসহস্রাধিক

সাহিত্য

---

* "মন্বর্থ বিপরিতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্ততে।

বৃহস্পতি।

† Vide Diodorus Siculus, lib xvii c. 91 ; lib xix cc 32, 33. Starbo, Gogr lib x5. Cicero, Tuse lib v. c. 27. Propertus, lib iii El xi. Valeruis Maxiums, lib vi c. 14.

Imp 4428 dt- 12/10/09

বৎসর পরের ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা সেইরূপ পদ্ধতিতেই এই সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পাই। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার শত্রু পক্ষীয় ভারতীয় দেশ-নায়ক সিধিয়াসের মৃত্যুতে তদীয় দুই পত্নীর মধ্যে সহমরণ লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিবাদে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পরাজিতা হইলে, তাঁহার যেরূপ শোক প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়। স্বামীর সহগামিনী হইতে না পাইয়া তিনি বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর স্ত্রী তখন আহ্লাদে বেশ বিন্যাস করিয়া যেন বিবাহের কন্যার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিতা হইয়া হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আত্মোৎসর্গ করিতে আসিলেন। তাঁহার অঙ্গে যে কত টাকা মূল্যের অলঙ্কার ছিল, তাহা বলা যায় না, কেন না, বড় বড় মুক্তা হীরা, পান্না সর্ব্ব শরীরে ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছিল। তিনি চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অঙ্গের যাবতীয় অলঙ্কার সমবেত জনগণকে বিতরণ করিয়া রাজ্ঞীর ন্যায় গম্ভীর ও স্থিরভাবেই ধীর পদ বিক্ষেপে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। তখন সমবেত স্ত্রী মণ্ডলী তাঁহার গুণগানে দশদিক পূর্ণ করিল ও সমগ্র সেনামণ্ডলী ধীর ভাবে তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদের নায়কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। *

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউলাস, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে আরও কয়েকটি সতীদাহ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

---

* এই ঘটনার তারিখ ১০৬ অলিম্পিয়াড অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ Diodorus Siculus এর Narrative of the Expedition of Alexander the Great into India তে দ্রষ্টব্য Also vide Good old days of John Company. p. 191.

তিনি লিখিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনা বাহিনীর মধ্যে এবম্বিধ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। *

আরিষ্টোকিউলাস, তক্ষশিলা বাসিনী বিধবা রমণীগণের আত্মোৎসর্গের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাঁহার "টাসকিউলিয়াস্ ডিস-পিউট্স্" গ্রন্থে এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৬ অব্দে প্লুটার্ক তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নীতি-মালা পুস্তকে † ভারতীয় সতী রমণীগণের সহমরণ কাহিনীর সবিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রোপার্সিয়াস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বয়শেস নামক ইংরাজ পণ্ডিত উহা ইংরাজিতে অনুবাদ ‡ করিয়াছিলেন। এবং রামুসিওরও উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা করিলে এইরূপ রাশি রাশি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং সতীদাহ প্রথা ভারতে যে অতি প্রাচীন-তম কাল হইতে প্রচলিত আছে সে বিষয়ে অন্যমত হইতে পারে না।

---

* Vide Diodorus Siculus lib xix. chap. ii.

† Vide Balfur's Cyclopadia-article Sati.

‡ "Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main
There, whensever the happy husband dies,
And on the funerel couch extended lies,
His Faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air ;
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the Shameful fortune to survive !
Adorned with flowers the lovely victim stand,
with smiles ascend pile, and light the brand !
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death."

ইতিহাস

সহমরণ প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে সমভাবে প্রচলিত ছিল কিনা, সে বিষয়ে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, এই প্রথা দক্ষিণভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কখনও এবম্বিধ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই। প্রথিতনামা এবি-ডুবইও এই মতের পরিপোষক; কিন্তু সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো-পোলে ও ওডোরিক্ বলেন যে দক্ষিণ ভারতেও এ প্রথা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। * ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো-বালবী নাগাপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে তিনি ভারতের সার্ব্বজনীন প্রথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইতগণের প্রকিউরেটার জেনারেল পি, ভিন্‌সেনজো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কানাড়া প্রদেশে বহু সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে মাদুরার নায়কের মৃত্যুতে তাঁহার ১১ হাজার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মিঃ পিঃ, মারটন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, লঙ্কাদ্বীপের পরপারস্থ রামনদ বা মাড়োয়ার নামক স্থানে তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে যথাক্রমে ৪৫।৪৭ ও ১২টী সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ত্রিচীনাপল্লীর রাজার মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্ম্মিনী অন্তঃসত্বা ছিলেন; তিনি প্রসবের পর অনুমৃতা হয়েন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত রমণীগণের মধ্যেও এই প্রথার সবিশেষ আদর ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে এমন কি মৃত্যুর আশঙ্কায় বা কোন যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে পাছে

---

* Marcopolo p. 349. Ritter vol. vi 303. J. Cathay p-80.

বিজেতার হস্তে মর্য্যাদাহানী হয় এই আশঙ্কায় হিন্দু রমণীগণ আহ্লাদের সহিত জলন্ত চিতারোহণ করিতেন। এইরূপ চিতারোহণের অপর নাম ছিল জহরব্রত বা শাক্। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলে বহুক্ষেত্রে এইরূপ জহরব্রতের উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গরমণী গণের মধ্যেও এ প্রথার প্রসার ছিল দেখা যায়। নদীয়া দেবগ্রামের স্বনামখ্যাত নরপতি দেবপালের পুরমহিলাগণ এইরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। * স-সহচরী চিতোর রাজকুললক্ষ্মী পদ্মিনীর জহরব্রত জগৎ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে চিতোরাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাণা লক্ষণসেনের পিতৃব্য মহারাজ ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবী অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন। তদানীন্তন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন লোকমুখে তাঁহার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করেন। বহুকাল অবরুদ্ধ থাকায় চিতোরবাসীগণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাই, চিতোরাধিপতি ভীম সিংহ আলাউদ্দিনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে যদি আপত্তি থাকে তবে, অন্ততঃ মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেও দিল্লীশ্বর শত্রুতা ত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে রাজপুতগণ সম্মত হইলে আলাউদ্দিন চিতোরে আসিয়া, ভীমসিংহের প্রাসাদে মুকুরে পদ্মিনীর প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিলেন। যাঁহার রূপের খ্যাতি মাত্র শ্রবণ করিয়া, দুর্ম্মতি আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাঁহারই ভুবনমোহিনী রূপ এক্ষণে মুকুরে সন্দর্শন করিয়া সেই কামুক একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ না

* এ ক্ষেত্রে অগ্নি প্রবেশ না করিয়া নারীগণ জল প্রবেশ করিয়া মুশলমানগণের হস্ত হইতে আত্মমর্য্যদা রক্ষা করিয়াছিলেন। নদীয়া কাহিনী ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৮—৩২ দ্রষ্টব্য

Hon. The Earl of Minto.

Raja Rammohan Rey.

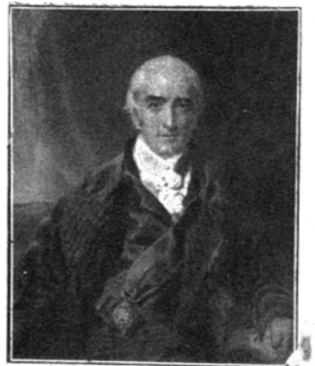
Richard Marquis Wellesly.

করিয়া প্রকাশ্যে ভীমসিংহকে বন্ধুভাব দেখাইয়া কৌশলে স্বীয় শিবিরে লইয়া গিয়া বন্দী করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে, সাতদিনের মধ্যে হয় পদ্মিনী তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিবে নয় সে ভীমসিংহের প্রাণবধ করিয়া চিতোর ধ্বংস করিবে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদে প্রথমে রাজপুতগণ প্রমাদ গণিল কিন্তু, পরক্ষণেই মহারাণা লক্ষণসেন, গোরা ও বাদল প্রমুখ চৌহান বীরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, চতুরের সহিত চাতুরী অবলম্বন করাই উচিত, তাই তাঁহারা যবন ভূপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি ভীমসিংহকে অক্ষত শরীরে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং চিতোরের অবরোধ অবিলম্বে মোচন করা হয়, তবেই পদ্মিনী স্বেচ্ছায় যবনাধিপতিকে আত্মসমর্পন করিবেন। কিন্তু, তিনি রাজ মহিষী, সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় উপযুক্ত সম্মানের সহিত যবন শিবিরে গমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। সেজন্য তাঁহার সহিত তাঁহার সহস্র সহচরী সঙ্গিনীরূপে যবন রাজ শিবিরে গমন করিবে এবং তাঁহার অধিকাংশই তাঁহার সহিত দিল্লী দাত্রা করিবে; কেবল জন কয়েক কুটুম্বিনী রাণীকে বিদায় দিয়া চিতোর প্রত্যাগত হইবেন কিন্তু, ইহাঁদের সকলের প্রতিই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদের শিবিকার চতুঃসীমার মধ্যে কোন পুরুষ রহিতে পারিবে না। আলাউদ্দিন সাহ্লাদে এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া চিতোরের অবরোধ অপসারিত করিলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে চিতোর হইতে সাত শত পটাবৃত শিবিকা দিল্লীশ্বরের শিবিরে আসিয়া উপনীত হইল। ঐ সাত শত শিবিকায় চিতোরের সাত শত শ্রেষ্ঠ শূর সশস্ত্রে অবস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেক শিবিকা ছয় জন করিয়া গুপ্ত অস্ত্রধারী বীরদ্বারা বাহিত হইয়া যবন শিবিরে আসিয়া উপনীত হইল। তখন, পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী সমস্ত পুরুষ মুসলমান সৈনিক সসম্মানে শিবিকা হইতে দূরে যাইয়া দাঁড়াইল।

কেবল তাতারিণী প্রহরীগণ সশস্ত্রে শিবিরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মাত্র অর্দ্ধ দণ্ডকাল পদ্মিনী ও ভীম সিংহের বিদায় সম্ভাষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অর্দ্ধদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলে, যখন আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে সম্বর্দ্ধনার্থ আগমন করিয়া তাঁহার শিবিকা সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল শিবিকাকে তিনি পদ্মিনীর চিতোর প্রত্যাগতা সহচরীগণের শিবিকা অনুমানে তোরণ অতিক্রম করিতে আদেশ দিয়াছেন তাহাতেই পদ্মিনী ও ভীম উভয়েই পলায়ন করিয়াছেন ; তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবশিষ্ট শিবিকাস্থ সমস্ত রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের আদেশ দিলেন। তখন, সেইছ দ্মবেশী বীর সকল এক কালে হুহুঙ্কারে যবনগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কবল হইতে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীকে রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভীমসিংহের পশ্চাদনুসরণে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিলেন। ওদিকে পদ্মিনীকে লইয়া ভীমসিংহ চিতোর প্রবেশ করিলেন ; সুতরাং আলাউদ্দিনের অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি রাজপুতগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন কিন্তু এই পরাজয় তাঁহার অতৃপ্ত বাসনায় কেবল ইন্ধন সংযোগ করিল। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অধিকতর আয়োজনে পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। এবার বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। চিতোর একরূপ বীরশূন্য হইয়া পড়িল, তখন বিজাতীয় জেতৃগণের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সতী শিরোমণি রাজপুত নারীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। চিতোর রাজপুরীর অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্য স্থানে একটী সুগভীর কূপ ছিল। তন্মধ্যে প্রচণ্ড বহ্নিকুণ্ড সমূহ সর্ব্বদা প্রজ্জলিত থাকিত। কিম্বদন্তী এইরূপ, যে একটী মহান অজগর সর্প রক্ষকরূপে সেই গহ্বরে বাস করে, কেহ দ্বীপ হস্তে

সেথায় প্রবেশ করিলে কালসর্পের বিষাক্ত নিশ্বাসে দ্বীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।* এক্ষণে শত শত রাজপুত ললনা হাসিতে হাসিতে সেই কুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জনার্থ ধীরে ধীরে সেই গহ্বর মুখে সমবেত হইলেন। লোক-ললামভূতা পদ্মিনী এ বিষয়ে তাঁহাদের অগ্রণী। এক্ষণে সকলে সমবেত হইলে একে একে সকলেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ দিয়া করাল গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিলেন। বিশাল গহ্বরের বিরাট লৌহ কবাট উপরিভাগ হইতে অবরুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে অনলে সকলে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। সেই কাল গহ্বর মধ্য হইতে নিবিড় ধূমরাশি উদ্গত হইয়া তাঁহাদের প্রাণান্ত ঘোষণা করিল। অতঃপর চিতোরের কি হইল ইতিহাস তাহা ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় সতীদাহের অপেক্ষাকৃত বিরল প্রচার ছিল, কিন্তু গঞ্জাম, রাজমাহেন্দ্রী ও ভিজেগাপত্তনে যে ইহার অত্যন্ত প্রচলন ছিল তাহা ইতিহাস পাঠে জানা যায় তবে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল বঙ্গদেশে।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধাচার্য্যগণ হিন্দু ব্রাহ্মণগণের আচরিত কোনও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে হস্তার্পন করেন নাই, সুতরাং বৌদ্ধ-রাজগণের শাসনে এই প্রথার হ্রাস বা বিলোপ সাধন ঘটে নাই।

---

* মহামতি টড্ এই গহ্বরের দ্বারদেশে গিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে তিনি তাহার লিখিত রাজস্থানে লিখিয়াছেন—"The author has been at the entrance of this retreat, which according to the Khoman Rasa, conducts to a subterranean palace, but the mephitic vapours and venomous reptiles did not invite to adventure, even had official situation permited such slight to these prejudices. The author is the only Englishman admitted to Cheetore since the days of Herbert who appears to have described what he saw."

Hist. of the Rajput Tribes Vol. I. p. 222.